গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন,বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা শাখা
সরকারী পরিবহন পুল ভবন
সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা
www.legislativediv.gov.bd

বিষয়ঃ লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ বিভাগের এপিএ টীমের অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

১১ ডিসেম্বর, ২০১৯ খ্রিঃ, রোজ-বুধবার, বেলা-৩:১৫ ঘটিকায় লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নের বিষয়ে যুগ্মসচিব (প্রশাসন) এবং এপিএ টীমের প্রধানের সভাপতিত্বে তাঁর দপ্তরে এপিএ টীমের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিনিধিদর উপস্থিতির তালিকা **পরিশিষ্ট 'ক'** তে সংযুক্ত করা হলা।

১.১ সভাপতি মহোদয় সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার আলোচ্যসূচী অনুযায়ী যাবতীয় বিষয়াদি উপস্থাপনের জন্য সহকারী সচিব (কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা শাখা) জনাব মোঃ শাহজাহান মিয়াকে আহবান জানান। এ পর্যায়ে তিনি সভাকে জানান যে, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি নির্ধারিত ছক মোতাবেক প্রণয়নপূর্বক ইতোপূর্বে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করত: উহা এ বিভাগের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। প্রণীত চুক্তিতে উল্লিখিত মেয়াদে সম্পাদিতব্য কার্যক্রমের বিপরীতে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে যে সকল সূচকে পয়েন্ট পাওয়া যায়নি সে সকল সূচকের কার্যক্রম সম্পাদনের বিষয়ে করণীয় নির্ধারণ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অদ্যকার সভার আয়োজন করা হয়েছে।

১.২ তিনি আরো জনান, বাংলাদেশ সরকার রূপকল্প ২০২১-এর যথাযথ বাস্তবায়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং সুশাসন সংহতকরণে সচেষ্ট। এ জন্য একটি কার্যকর, দক্ষ এবং গতিশীল প্রশাসনিক ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য সরকারি দপ্তর/সংস্থাসমূহে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তনের সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতায় লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন করতঃ নির্ধারিত পদ্ধতিতে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি এ বিভাগ কর্তৃক ইতোমধ্যে চালু করা হয়েছে এবং যথারীতি এ বিভাগের ওয়েবসাইটে উহা আপলোড করা হযেছে। এ চুক্তি সম্পাদন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে মূলত লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের কার্যক্রমকে পদ্ধতি নির্ভর থেকে ফলাফল নির্ভর করার উদ্যোগও গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি, এ পদ্ধতির মাধ্যমে সার্বিক কর্মসম্পাদনের নিরপেক্ষ ও নৈবত্তিক মূল্যায়ন করা সম্ভব হবে।

২.০০। এ পর্যায়ে যুগ্ম-সচিব (বাজেট) এবং এপিএ টীমের সদস্য সভাকে জানান যে, ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (এপিএ) চূড়ান্ত মূল্যায়নে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, ৫১টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে ৩২তম স্থান অর্জন করেছে। এপিএ'র মূল্যায়নে এ বিভাগ ৪৩টি কর্মসম্পাদন সূচকের মধ্যে ২৩টিতে শতভাগ অর্জন করেছে এবং ১১টি সূচকে কোন অর্জন হয়নি। সার্বিক মূল্যায়নে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের অর্জিত নম্বর হলো- ৮৪.৪৯।

৩.০০ তিনি আরো জনান, যে ১১টি সূচকে কোন অর্জন হয়নি সেগুলো হলো নং ১.১.১, ১.১.২, ১.১.৩ (ই-ফাইলিং সংক্রান্ত), ১.৩.১ (উদ্ভাবনী কার্যক্রম সংক্রান্ত), ১.৪.১, ১.৪.২ (বিনষ্টযোগ্য নথির শ্রেণীবিন্যাস), ১.৫.১, ১.৫.২ (সিটিজেন চার্টার মতে সেবা গ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা), ২.৮.১ (শূণ্য পদে নিয়োগ সংক্রান্ত), ৩.১.২ (জাতীয় শুদ্ধাচারের লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন)। চলতি ২০১৯-২০ অর্থ বছরে সম্পাদিত চুক্তি বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় উক্ত সূচকসমূহে পূর্ণাঙ্গ নম্বর পাওয়ার বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। তারই ধারাবাহিকতায় উক্ত সূচক সমূহের সম্পাদন কার্যের সাথে সংশ্লিষ্ট শাখা/দপ্তর সমূহকে জরুরী ভিত্তিতে এ বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা যেতে পারে। তাঁর এ প্রস্তাবের সাথে সভায় উপস্থিত এপিএ টীমের সকলেই একমত পোষণ করেন।

৪.০০ **সিদ্ধান্ত ঃ**

সভায় সামগ্রিক আলোচনা এবং উপস্থিত সকলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, যথাঃ

১। কর্মসম্পাদন সূচক নং ১.১.১, ১.১.২, ১.১.৩ মোতাবেক এ বিভাগের সকল দপ্তরে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সম্ভব এমন সকল নথিসমূহ ই-ফাইলিং পদ্ধতিতে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

২। কর্মসম্পাদন সূচক নং১.৪.১, ১.৪.২ মোতাবেক এ বিভাগের সকল শাখায় সচিবালয় নির্দেশমালা অনুযায়ী বিদ্যমান নথিসমূহের শ্রেণীবিন্যাস তালিকা প্রণয়নপূর্বক উহার একটি কপি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা শাখায় প্রেরণ করতে হবে। উহার ধারাবাহিকতায় শ্রেণীবিন্যাসকৃত নথির মধ্যে বিনষ্টযোগ্য নথি, যদি থাকে, সচিবালয় নির্দেশমালা অনুসরণে উহা বিনষ্ট করে তার প্রতিবেদন কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা শাখায় প্রেরণ করতে হবে;

৩। এ বিভাগের আইসিটি সেল কর্তৃক তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

৪। কর্মসম্পাদন সূচক নং ১.৫.২ মোতাবেক সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী সেবা গ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা চালুকরণের বিষয়ে সচিব মহোদয়ের সাথে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

৫। কর্মসম্পাদন সূচক নং ১.৩.১ মোতাবেক উদ্ভাবনী কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে এ বিভাগের কর্মকর্তাগণ হতে ইনোভেশন আইডিয়া যাচনা করে উহা কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা শাখায় প্রেরণের জন্য অনুরোধ করতে হবে ; এবং

৬। সেবা সহজিকরণ, ইনোভেশন আইডিয়া, নতুন ডিজিটাল সেবা চালু ইত্যাদি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

সভায় আর কোন আলাচ্যসূচী না থাকায় যুগ্মসচিব মহোদয় সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিবাদন ব্যক্ত করে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন ।

২২/১২/১৯

(কাজী আরিফুজ্জামান)
যুগ্মসচিব (প্রশাসন)
এবং
এপিএ টীম প্রধান
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ।